ঝকমারী

Printed by K. C. Ghose,

AT THE LAKSHMI PRINTING WORKS,

[illegible] C, Balaram Dey's Street,

CALCUTTA.

শ্রীমান্ অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

স্নেহাস্পদেষু

এই প্রহসনখানি প্রকৃতপক্ষে তোমারই রচিত; গল্প তোমার, সাজান তোমার, অনেক স্থানে ভাষাও তোমার; তুমি কাঠ, খড়, মাটি দিয়া পুতুল গড়িয়াছ, আমি রং দিয়াছি মাত্র। তুমি এ পুস্তকের প্রকৃত অধিকারী। যদিও তুমি আমার পুত্রস্থানীয়, তুমি ব্রাহ্মণকুমার, আমার প্রণাম গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইও না।

১৩ নং বসুপাড়া লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।
২২শে চৈত্র, সন ১৩১৭।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

প্রস্তাবনা।

কবির দল।

গীত।

জিটে বেচে পথে যদি বস্‌তে চাও।
সকাল সকাল নেয়ে খেয়ে আদালতে ছুটে যাও॥
ব'লে দিই তোমায়, সামলা যার মাথায়—
ধর্‌বে গে তার পায়, জিটে বেচ্‌বার
যাত্‌লাবেন উপায়;
গামলা ভ'রে ছোবড়া দেবে, যত পার্‌বে তত খাও॥
জয়েন্ট ফ্যামিলি তোমার, ভাবনা বড় নাই বেশী আর,
পার্টিসন্‌ স্যুট্‌ লাগিয়ে দাও জোর;—
বউগুলো হ'য়ে হ'য়ে, হাড়মাস ফেল্‌বে খেয়ে,
বাধিয়ে দেবে ঠিক জেয়ে জেয়ে;
র'য়েছে পাওনা দেনা, রাখ্‌বে জেদ—মেটাবে না,
এ্যাক্টিসে 'ওনিয়ন স্যুপ' (পেঁয়াজ পয়জার),
মজা হত্তো কিনে নাও॥

ঝক্‌মারী।

প্রথম দৃশ্য।

খিড়কীর বাগান।

মোহিনী চুল শুখাইতে নিযুক্তা।

(দীপির প্রবেশ)

দীপি। এই যে—তুমি যে দিদি খিড়কীর ঘাটে এসে চুল শুকুচ্চ তা আর কে জানে, আমি সারা খুঁজে বেড়াচ্চি, বলি কোথা গেল?

মোহিনী। কিগো, দীপি দিদি যে? কোথায় ছিলি? এতদিন দেখিনি কেন? ভাল আছিস্ তো? কতদিন আসিস্ নি—আমি ভাবলুম বুঝি ভুলে গেছিস্!

দীপি। ও মা, ও কি কথা বলো দিদিমণি, ভুলবো কিগো! তোমাদের খেয়ে মানুষ; কর্ত্তার আমলে এ বাড়ীতে দিনরাত কাটিয়েছি। কর্ত্তা স্বর্গে গেলে দাদাবাবুরা যখন দু'জনে পৃথক্ হ'লেন, সেই ইস্তক এই দু'বছর এ বাড়ী আসা কমিয়েছি। কি জানি দিদিমণি, তখন দু'জনে একসঙ্গে ছিলে, এখন আলাদা হ'য়েছ। একে তো পাড়ার মড়কে ঝিদেরা, নির্ব্বংশী মাগীরা, ছুঁড়লে দীপি বলে ডাকে,—উচ্ছন্ন যাক্,—ভাতারপুতের মাথা খাক্—সর্ব্বনাশ হোক্—আগুনে পুড়ে যাক্—পথে পথে ভিক্ষে করুক্—নিপাত যাক্—নিপাত যাক্—

আস্তে হবে। শুধু হাতে কি ফিরতে হবে! আহা! গাছটিতে কিছু বলো বলো আমড়া ঝুলছে। আর আমি আমড়াগাছ পুঁতেছিলুম, আমড়ার মুখে আগুন লাগ্‌লো। আহা দিদি আমড়াগুলির, সাধ ক'রে সটকের ডাল ভিজিয়ে বড়ি দিয়েছি, একটু খর খর ঝাল দিয়ে অম্বল রেঁধে খাবো, যদি দেয়। (প্রকাশ্যে) ও বউ দিদি, আজ তবে আসি, আর একদিন আস্‌বো। ব'ল্‌ছিলুম কি, বেশ আমড়া ফ'লে র'য়েছে, গোটাকতক দেবো? ক'দিন মুখে রুচি নেই, কেমন অরুচির মতন হ'য়েছে, অম্বল ক'রে খেতুম।

মোহিনী। ছটো আমড়া দিদি তা আর অত বাক্যব্যয় কেন, ঐ দশী র'য়েছে, পেড়ে দে। আমি আবার দেখি, রান্নার যোগাড় কি হ'চ্ছে।

[মোহিনীর প্রস্থান।

দীপি। (দশী লইয়া আমড়াগাছের নিকটবর্ত্তী হইয়া স্বগত) বড়বাবু ছোটবাবুর বাগানের মাঝখানে আমড়াগাছটা দেখ্‌ছি। কার ভাগে গাছটা প'ড়েছে? বড়বউ তো চালাও হুকুম দিয়ে গেল। ঐ যা ছোট বউ আস্‌ছে, দশী ক'রে আমড়াগাছের ডাল ভাঙি, যদি ছোটবাবুর ভাগে গাছ প'ড়ে থাকে, তা হ'লে ডাল ভাঙা দেখ্‌লেই ছোটবউ একটু মুখনাড়া দেবেই। বড় বউএর হুকুমের জোরে, তা হ'লে আমিও দু'কথা শুনিয়ে দেবো, চাই কি দু'জায়ে বেধেও যেতে পারে। যেদিন্‌ হবি, যেন দেখে যাই—আমি হরিলুট দেবো।

[আমড়াগাছ ঝাঁকিতে আরম্ভ করণ।

(মোক্ষদার প্রবেশ)

মোক্ষদা। কেন আমড়াগাছ ঝাঁকাচ্ছ? কে দীপি দিদি? আমড়া নেবে তো দশী দিয়ে পেড়ে নাও, ডাল ভাঙ্‌ছো কেন? না পারো তো আমি আমাদের মিনুকে ডেকে দিচ্ছি, পেড়ে দেবে এখন।

দীপি। আমি বাছা আমড়া পাড়ি আর ডাল ভাঙ্গি, তোমার এতো আর পরামর্শ নিতে যাই নি। তোমার বাবার তো আর গাছ নয় যে মুখনাড়া দিতে এসেছ?

মোক্ষদা। আ গেলো—খাম্'কা বাপ তুলিস কেন? গাছ কি তোর?

দীপি। আমার হ'তে যাবে কেন, যার গাছ সেই হুকুম দিয়েছে, বড় বউদিদি আমড়া পাড়তে ব'লেছে, তবে এসে গাছে হাত দিয়েছি; নইলে এমন জন্ম আমাদের না, খাম্'কা পরের জিনিসে হাত দিই।

(মোহিনীর পুনঃ প্রবেশ)

মোহিনী। কি হ'য়েছে দীপি দিদি?

দীপি। দেখ দেখি বউদিদি, তুমি ব'লে অই দুটো আমড়া পেড়ে নিতে এলুম, এই তোমার গুণে গা'ল। বলে কি না যে, তোমার বাবার গাছ!

মোক্ষদা। ওমা—একি কথা! তুমি তো আমার খামকা দাপ তুলে দাও?

দীপি। শুনলে বউদিদি, গরীব ব'লে ছোট বউদিদির ঠাট্টা শুনলে?

মোক্ষদা। তুমি কেমনতর লোক গা, খাম্'কা মিছে কথা ব'লছ! ও রকম ঢং-এর কথা আমার ভাল লাগে না।

দীপি। শুনলে বউদিদি, আমি ঢং-এর কথা বলছি, আমি কি বাইজী—যে ঢং বাৎলাতে এসেছি। বাইজীরা তো বেশ্যা, আমি কি বাজারে বেশ্যা,—ও মা ছি ছি! তুচ্ছ দুটো আমড়ার জন্যে এই গাল'গুলো আমার অদৃষ্টে ছিল। গরীব ব'লে যা ইচ্ছা তাই বলা! বুড়ো হতে চল্লুম, এ পর্যন্ত কোন বেটা বেটী আমার স্বভাব-চরিত্রের উপর একটি কথা কইতে পারেনি, আজ কি রাত্রেই পুইয়েছিল, কি অলক্ষ্ণে দেখে তোমাদের বাড়ী এসেছিলুম, খানকী গা'ল পর্য্যন্ত শুনতে হ'লো! আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে ক'চ্চে! (ক্রন্দন)

মোহিনী। নে দীপি চুপ কর! (মোক্ষদার প্রতি) তোমারও বোন আজকাল বড় আলগা মুখ হ'য়েছে, ভাতার দু'পয়সা রোজগার ক'চ্চে ব'লে গরা

মরাচ্ছেছ। গরীব ব'লেই কি যা মুখে আসবে, তাই ব'লে গা'ল দিতে হয় ?

মোক্ষদা। দিদি, তুমিও আমার কথা না শুনে দাসির দিকে হ'লে ? উল্টে ডাক্তারের খোঁটা দিয়ে যা তা ব'লতে আরম্ভ ক'রলে ?

মোহিনী। কি লা, ঝগড়া ক'রবি না কি ? মারবি না কি ? তোমার আমি ডাক্তারের খোঁটা দিলুম, তাই অভিমানিনীর মান হ'লো বুঝি ? যা সত্যি কথা তাই ব'লেছি, অহঙ্কারে তুমি আর মাটিতে পা দিয়ে চলো না।

মোক্ষদা। দেখ দিদি, বড় বা ব'লে স'য়ে থাকি, উচুঁ কথা বলি না; কিন্তু তুমিও বড় বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেছ, কথায় কথায় বলো অহঙ্কার হ'য়েছে, মাটিতে পা দিই না; কথায় কথায় ডাক্তারের খোঁটা, কেন বল দেখি ? তোমার ভাতারও তো রোজগার করে, আর কারো ভাতার রোজগার ক'রলে বুঝি হিংসেয় বুক ফেটে যায় !

দাসি। (স্বগত) হরি তুমিই সত্যি, যা ভেবেছি, তাই হ'য়েছে, নারদ—নারদ—এইবার আমি আর একটু মসান দিই ! (প্রকাশ্যে) বউদিদি, বউদিদি তোমার পায়ে পড়ি, থামো। আমি চল্লুম, আর আমার আমড়ায় কাজ নেই, লোকে ব'লবে দাসি বুঝি গিয়ে কোন্দল বাধিয়েছে। ধর্ম্ম জানেন, আমি ভেবেছিলুম, আমড়াগাছটা বুঝি বড়বাবুর অংশে প'ড়েছে, তাই দিদিমণি তোমায় দুটো আমড়া চেয়েছিলুম; ছোট বাবুর অংশে গাছ জান্‌লে আমি কি আর চাইতে যেতুম। চল বউদিদি, ঘরে চল; একে তোমার মাথা ধরে, আর মাথা গরম ক'রো না। ছিঃ—ছিঃ! ভাল মানুষের মেয়েকে দুটো ছাই আমড়ার জন্যে মিছিমিছি গা'লগুলো শোনালুম; চল বউদিদি, ঘরে চল; মাথা খাও, আর মাথা গরম ক'রো না।

মোহিনী। কি বলিস্ দাসি, আবার বলে কি না—ওর ভাতারের হিংসেয় বুক ফেটে যাচ্ছে, যত বড় না মুখ, তত বড় কথা! দে তুই আমড়া পাড়, দেখি ওর কোন্ ভাতার এসে আট্‌কায়।

টেঁপি। ও বউদিদি, তোমার পায়ে পড়ি বউদিদি, আর মাথা গরম ক'রো না বউদিদি!

মোহিনী। মাথা গরম কি টেঁপি—আজ হয় মাথা দেব—নইলে প্রাণ দেব—

টেঁপি। ও মা! সে কি কথা গো—বউদিদি যে আমার এক কথায় মানুষ গো—ও মা কি হবে গো—

(উমেশ বাবুর প্রবেশ)

উমেশ। কি—কি, গোলমাল কিসের—কি হয়েছে?

টেঁপি। এই যে দাদাবাবু! এসেছ দাদাবাবু, রক্ষে করো দাদাবাবু, বউদিদিকে রক্ষে করো। আমি পোড়ারমুখী অমন ক'রে যাব ব'লে বড় বউদিদির কাছে দুটো আমড়া চেয়েছিলুম। বড় বউদিদি পেড়ে নিতে ব'লে—আমি পাড়তে গিয়েছিলুম, এই না ছোট বউদিদি এসে ব'লে—তোর কোন্ বাবার গাছের আমড়া পাড়্ছিস্? এই দুই বউদিদিতে ঝগড়া! আমি একবার এ বউদিদির পায়ে ধরি—একবার ও বউদিদির হাতে ধরি—বলি আমার আমড়ায় কাজ নেই, তোমরা থামোগো থাম। বড় বউদিদির আমার রাগ নেই, বড় বউদিদি যদি ঠাণ্ডা হ'লো—ছোট বউদিদি ঐ নদী ক'রে বড় বউদিদির মাথায় এক বাড়ি, এতে বউদিদির মাথায় ব্যারাম—মাথা গরম হ'য়ে গেছে! ওগো দাদাবাবু, দেখছো কি? মাথায় জল দাও, মাথায় জল দাও, বউদিদিকে বাঁচাও।

উমেশ। এ কি ডাকাতের মেয়ে না কি?

মোহিনী। মাথা গেল—মাথা গেল—(মূর্চ্ছা)

টেঁপি। ওমা কি হ'লো গো—ও বউদিদি—বুঝি সর্বনাশ হ'লো গো—

(সতীশের প্রবেশ)

সতীশ। কি—কি, ব্যাপার কি? একি বড় বউদিদি প'ড়ে কেন?

উমেশ। দেখছ কি—তোমার গুণবতী স্ত্রী খুন ক'রেছে—

সতীশ। খুন ক'রেছে—সে কি!

উমেশ। ইচ্ছা হয় মাথাটা দেখ—দু'খানা হ'য়ে গেছে—রক্তে নদী বইছে।

সতীশ। এঁ্যা—এঁ্যা! সে কি! (বড় বউয়ের মস্তক পরীক্ষা করিয়া) কই দাদা, রক্ত কো পড়ে নি?

দীপি। রক্ত বুঝি ক'মে গেছে গো, কাল কাল চাপ চাপ রক্ত কাল চুলের সঙ্গে মিশিয়ে গেছে।

সতীশ। মাথায় ত কোন আঘাতের চিহ্ন দেখ্‌ছি না!

দীপি। ও মা! সে কি কথা গো—মাথা ফুলে ঢোল হ'য়ে উঠেছে!

উমেশ। ওরে কে আছিস্, ডাক্তার ডাক্,—না ব'লে তুমি কি তাই আঘাতের চিহ্ন দেখ্‌তে পাবে! পৃথক্ হ'য়েও দেখ্‌ছি নিস্তার নাই।

মোক্ষদা। (ঘোমটার আড়াল হইতে) দোহাই ধর্ম্ম! দিদির গায়ে যদি আমি হাত দিয়ে থাকি, তাতে যেন আমার মহাব্যাধি হয়।

সতীশ। দাদা, আমি ত এ সব কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে।

মোহিনী। (সহসা উঠিয়া) তবে লো নেকি, খুন কর্‌তে পার নি বলে বুক ফেটে যাচ্ছে। খুন আর কাকে বলে, ঐ লগী মাথায় প'ড়্‌লে যে হাতে দড়ি প'ড়্‌তো। ফাঁসীকাঠে যে ঝুল্‌তে হ'তো।

দীপি। ও মা, লগীটে বুঝি মাথায় পড়ে নি, ভগবান্ বাঁচিয়েছেন, খুন হ'তে হ'তে র'য়ে গেছে। মাথা গেল, মাথা গেল ব'লে বড় বউদিদি চেঁচিয়ে উঠ্‌লে, আমি ভাব্‌লুম বুঝি মাথা ফেটে গেছে।

সতীশ। বলি ব্যাপারটা কি? হ'য়েছিল কি?

মোক্ষদা। (ঘোমটার আড়াল হইতে) দীপি লগী ক'রে আমড়া গাছের ডাল ভাঙ্‌ছিলো, আমি এসে বল্লুম,—আমড়া পাড়্‌তো পাড়ো, ডাল-গুলো ভাঙ্‌ছো কেন; না পাড়্‌তে পারো, আমি নিজেকে ডেকে দিচ্ছি, পেড়ে দেবে। এই না ব'ল্লে—"এ কি তোর গাছ—তোর এত কথা কেন? বউদিদির হুকুমে পাড়্‌ছি!" এমন সময় দিদি এসে দীপির

দিক্ নিয়ে আমার মা মুখে আস্তে লাগ্‌লো, বল্‌তে লাগ্‌লো। এমন সময় উনি এলেন। দোহাই ধর্ম, আর কিছু হয় নি, টীপি জিনকে জল ক'রে তুলছে।

টীপি। ওমা সে কি কথা ছোট বউদিদি, পেরটা গরীব অনাথা হ'লে টীপির দোষ হ'লো! তা তোমার দোষ কি, আমার কপালের দোষ, তুচ্ছো দুটো আমড়ার জন্তে এত কথা শুনতে হ'লো। দোহাই দাদাবাবু, আমি নির্দোষী, আমার কোন অপরাধ নেই, আমি জান্‌তুম আমড়াগাছটা বড় বাবুর অংশে প'ড়েছে, তাই বড় বউদিদির কাছে দুটো আমড়া চেয়েছিলুম। তা কপালে যা ছিল, তা হ'য়েছে! (ক্রন্দন)

সতীশ। যা যা, আর নেকামো ক'রে কাঁদতে হবে না; বাগড়া দিতেও এসেছিস্, বটে? কেন তুই আমাদের বাড়ীতে আসিস্?

মোহিনী। ও তো তোমাদের বাড়ীতে আসে নি, আমাদের কাছে এসেছিল।

সতীশ। তুমি ঐ পাড়া-কুঁদুনি মাগীকে বাড়ী ঢুকতে দাও?

মোহিনী। আমার ইচ্ছে, আমার খুসী—

উমেশ। থাক্ থাক্, ও কথা ছেড়ে দাও। শোন সতীশ, এ আমড়া গাছটা কি তুমি বল তোমার ভাগে প'ড়েছে?

সতীশ। আমার ভাগে যে পড়ে নি, এ কথা আপনি প্রমাণ করুন।

উমেশ। বেশ, আদালতে তা প্রমাণ হবে।

সতীশ। আপনি যদি তাই ভাল বোঝেন, তাই ক'র্‌বেন।

উমেশ। তুমি নর-পিশাচ, স্ত্রীর কথায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হ'য়েছ।

সতীশ। আপনার কথার আর কি উত্তর দেবো, আপনার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।

উমেশ। বটে রে পাজী—খুন ক'র্‌বো।

টীপি। ওগো তোমরা কে কোথায় আছ এস গো, বুঝি বড় দাদাবাবুকে খুন ক'র্‌লে গো!

মোহিনী। ওমা কি হবে, তাই নয় শত্রু—

সতীশ। (মোক্ষদার প্রতি) চল যাই, আর কেলেঙ্কারী বাড়িয়ে কাজ নাই।

[সতীশ ও মোক্ষদার প্রস্থান।

গোপি। ওমা ছোট দাদাবাবু কেমন মানুষ গো, বড় ভাই—বাপের সমান, মুখের লাগাম নেই গা,—যেমন হাঁড়ী তেমনি সরা! এখনই ত খুন হ'য়েছিল। দোহাই বড়দাদাবাবু, ঠাণ্ডা হও; দোহাই বড় বউদিদি, মাথা গরম করো না।

মোহিনী। তুমি যদি এর একটা বিহিত না করো, আমি গলায় দড়ি দেবো, বিষ খেয়ে মরবো।

গোপী। দোহাই বউদিদি, মাথা গরম ক'রো না, আত্মহত্যে ক'রো না, ভূতের ভয়ে বেড়ে বেরুতে পারবো না।

উমেশ। এর বিহিত যদি না ক'রতে পারি, আমি উমেশ চক্রবর্ত্তী নই, এতে সর্ব্বস্ব যায়, সেও স্বীকার। ভাই হ'য়ে পাগল বলে!

মোহিনী। ওমা, কোন দিন পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেবে না কি?

উমেশ। দাঁড়াও না, ওর চালাকবাজি আমি ভাঙ্‌ছি। দুপয়সা রোজগার ক'রে চোখে কাণে আর দেখ্‌তে পাচ্ছে না। বেল্লিক—ছুঁচো—

গোপি। দোহাই দাদাবাবু, ঠাণ্ডা হও; দোহাই দিদিমণি, আর মাথা গরম ক'রো না,—চল, ঘরে গিয়ে সরবৎ খাবে; ওগো, মায়ের পেটের ভাই এমন শত্রু! (স্বগত) দেখিস্ ভগবান্, এ আগুন যেন আর না নেভে! এ ভাঙ্গা যেন আর না জোড়া লাগে!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গ্রাম্যপথ।

গ্রাম্য স্ত্রীগণ।

ভালবাসি গিন্নিপনা, সেইজন্যে নয়না সই।
কন্না ক'র্‌বো ভাতারের, তার ভায়ের কেউতো নই॥
কিসের এত দায় প'ড়ে গেছে,
ভাসুর দেওর হ'লেই বা, কি মাথা কিনেছে,
ঢাক্ ঢাক্ নাই স্পষ্ট কথা কই সবার কাছে;
হাত নাড়া সে' এলো চুলে, কোঁদল হ'লো না মূলে,
জা আবাগী ঠসক্ ক'রে যায় হেলে দুলে,—
চোখের মাথা খাই, যদি সই, মুখ বুজে তা স'য়ে রই॥

তৃতীয় দৃশ্য।

বক্সীর বহির্ব্বাটী।

নিতাই বক্সী ও দীপি।

বক্সী। দীপি, বা—বা, আবার হতভাগা ছুটোর ভিটিয়ে না ফেলে!

দীপি। হঁস্! খুড়ী আবার মাবে, আবার বেটাবে! বড় বউ অমনি দশবাটচণ্ডী হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে, ব'লছে যদি এর কেতনেত না করো, আমি গলায় দড়ি দিয়ে ম'রবো।

বক্সী। আরে ছোঁড়াটা যে নেহাৎ আহাম্মক, হয়তো বড়টার পায়ে গিয়ে প'ড়বে।

দীপি। সে যো নেই, সে যো নেই; ও দীপির কামড়, খোকা সাপের বিষ, থিকি থিকি উঠ্‌বে। ঐ বুড়ো চাকরটা বাজার যাচ্ছিল, জিজ্ঞাসা ক'রলুম কি না—ছোট বউটা হেঁসেল ঘরের কোণে ব'সে কাঁদ্‌ছে, আর ব'লছে, "তুমি ভাই-ভাজ নিয়ে থাক, আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। তারা পেটে জায়গা দিয়েছে, হাঁড়ীতেও জায়গা দেবে! কেন গা! এমন লাঞ্ছনায় ভাত নাই খেলুম।" এ কি আর মেটে!

বক্সী। তুই বুঝ্‌তে পারছিস্ নে—বুঝতে পারছিস্ নে। যে বছর ভিন্ন হয়, সে বছর তো লাগিয়েছিলুম, ঐ চৌধুরী বেটা, পরের ভাল দেখ্‌তে পারে না বেটা, পরের ছিদ্রেই মরে, সে না খেয়ে না দেয়ে হ'য়ে প'ড়ে মিটিয়ে দিলে! তুই বা বাছা বা, উস্‌কানি না দিলে, কি জানি আবার মিলে যায়? পাড়ার লোক সব ভাল নয়, তোর আমার মত সব সাদা মন নয়। আমি তো ভেবেছিলুম যে, ঐ বছরের বাড়ীটে বন্ধক যাবার আগে এদের দুই ভাইকে নিয়ে পড়ি, তা হ'লো!

বকশী। তবে রে বুড়ো, তোর যত বড় না মুখ, তত বড় কথা! আমি ২নং
বকেয়া এই মোটর নামে এখনি রুজু কচ্ছি, দেখি তোর কোন্ বাবা
রাখে; বড়বাবু না করে, আমি গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে লড়বো।

মল্লিক। আচ্ছা আমিও দেখ্ছি—ছোট মা-বয়স নয়; ব'লেছে—'মল্লিক
ম'শায়, টাকার জন্ত ভেবো না।' বলেছে, 'যত টাকা লাগে, আমড়া গাছ
আমার চাই।' এই আদালতে চল্লুম, দেখি তুই কেমন বকশী, তুই
একটা আমড়া কেমন বড়র বখ্রায় ফেল্তে পারিস্? [প্রস্থান।

বকশী। মুখে চূণকালি মাখ্তে হবে। এর বড় স্পর্দ্ধা, বলে কি না
বড় বাবুর দোষ!

(উমেশের প্রবেশ)

উমেশ। বকশী ম'শায়—বকশী ম'শায়—

বকশী। হুঁ, আমি বকশীর বাচ্চা এখন নই, তোর মল্লিকগিরি বা'র কচ্ছি,
বড়র দোষ!

উমেশ। বকশী ম'শায়—

বকশী। কেও বড়বাবু! চলো, আদালতে চলো—২ নং রুজু ক'রে এসে
তবে আমি জলগ্রহণ ক'র্বো। ঐ বুড়ো মল্লিক বলে কি না, বড়
বাবুর দোষ!

উমেশ। উনি বুঝি ছোট বাবুর দিকে হবেন?

বকশী। হাঁ, অইতো পায়ে প'ড়ে ঝগড়া ক'র্তে এসেছেন!

উমেশ। তা হোন, তা হোন—

বকশী। আমি যাচ্ছেতাই যাচ্ছেতাই শাসনে দিয়েছি! বলে কি না বড় বাবুর
দোষ! কেমন পাজি, না?

উমেশ। তা বলুন—তা বলুন—শুনুন বকশী ম'শায়, আমার কথাটা
শুনুন—

বক্‌নী। শুনেছি বাবা শুনেছি, সব শুনেছি; তোমায় পাগলা গরবে দিতে চেয়েছিল। যাও, আর কথায় কাজ নেই, বেরিয়ে পড়ি চলো, রাস্তায় চটিতে খাওয়া দাওয়া ক'র্‌বো।

উমেশ। না, আপনি ছুটী নেবে নিন, আমি বকঝকা না বন্ধ ক'রে জল-গ্রহণ কচ্ছি নে, বড়বউয়ের কাছে দিব্যি ক'রে এসেছি। ওঃ—যেমন হাঁড়ী তেমনি সরাও কি জোটে! যেমন ছোট বাবু, তেমনি বউ মা! টেঁপিকে যাচ্ছেতাই ক'রে গালাগালি দিচ্ছিল, বল্‌তে গেল যে, গরীব মানুষ, কেন ছোট বউ গালাগালি দিচ্ছিস্—

টেঁপি। ওগো এই ভাল মানুষের মেয়েকে খাঁকারি দিয়ে গেছেন গো— খাঁকারি দিয়ে গেছেন! ওগো আমার বুক ফেটে যাচ্ছে গো—বুক ফেটে যাচ্ছে,—

উমেশ। নে টেঁপি থাম, গোল করিস নে, আমি বক্‌নী মশায়কে বুঝিয়ে বলি।

বক্‌নী। আমি সব বুঝে নিয়েছি বাবা, সব বুঝে নিয়েছি। কেন না, বাবলা গাছের কেন চাল চিত্তির।

উমেশ। দেখুন, আমি জের বন্দোবস্ত ক'রেছি, ইস্তক নাগাদ শো'নবেন?

বক্‌নী। জানি বই কি বাবা, জানি বই কি!

উমেশ। আর বন্দোবস্ত হবে না।

বক্‌নী। আবার!

উমেশ। দেখুন, ভাল মানুষের মেয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে, আর ব'ল্‌ছে "উপায় করো, নইলে এ প্রাণ আর আমি রাখ্‌বো না।"

টেঁপি। ব'ল্‌ছে কি বক্‌নী মশায়! ফাঁসিটাখানা আমি খুঁজুই, নেনে গলায় দিবো।

বক্‌নী। আর বলাবলিতে কাজ নেই বাবা, বলাবলিতে কাজ নেই, চলো, বেরিয়ে পড়ি—বেরিয়ে পড়ি।

উমেশ। আপনি খেয়ে দেয়ে নিন্, আমার একটু দেরী হবে, কাপড়ের দোকানের একটা বন্দোবস্ত ক'রে যাই। বড় বউএর কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছি, যদি সাত দিনের ভেতর ঐ আমড়া গাছ থেকে আমড়া পেড়ে না খাওয়াই, ত হ'লে আর বাড়ীতে পা দেবো না, আর নাম বদলাব।

বক্সী। এরেই তো বলে মরদ্‌কি বাত!

উমেশ। জবোর হ'য়েছে—বুঝেছেন বক্সী ম'শায়—টাকায় জবোর। চাল-ধানের ব্যবস্থা ক'রছেন কি না?

টীপি। ফেটে যাচ্ছে গো—ফেটে যাচ্ছে! ফুটি বলে আমি পড়ে আছি, একেবারে চোঁ-চির হ'য়ে প'ড়েছে!

বক্সী। এই কাটাচ্ছি—কাটাচ্ছি। তবে যাও বরবাবু, তুমি কাজ সেরে এসো।

উমেশ। বড় শক্ত হ'য়েছে—বড় শক্ত হ'য়েছে। [উমেশের প্রস্থান।

বক্সী। টীপি, মা—দোকানের ব্যবস্থা ক'রতে গিয়ে ফিরে জামাই যেন আবার বাড়ীতে না যেতে যায়।

টীপি। যেতে যাবে কোথা গো, বড় বউ কি এ বেলা আর হাঁড়ী চড়িয়েছে? বেলায় গেলে খবর পাবে, তবে রাঁধবে।

বক্সী। আরে না রে মা—ভাব্, কি জানি যদি বদ্‌লায়!

(টীপি ও বক্সীর গীত)

টীপি। নই আমি খামী, বামী, কস্‌কা গেলো আমার নয়।
বক্সী। ছুটো যে মেয়েমুখো, মেটায় পাছে তাই তো ভয়॥
টীপি। লেগেছে ছুটো বউয়ে, মেটায় যদি ফেল্‌বে খেয়ে,
বক্সী। বেঁচে আছি তোমারই মুখ চেয়ে;

দীপি। লেগে যাও দিচ্ছি সাহস,
বক্সী। সাবাস্ সাবাস্—ব্যস্ ব্যস্ ব্যস্ ;
দীপি। থাক্‌বে সব মিলে জুলে, আমার এ কি প্রাণে সয়।
উভয়ে। লেগে যায় ঘরে ঘরে এমন সুদিন যদি হয় ॥

(সাক্ষিগণের প্রবেশ)

১ম সাক্ষী। বক্সী মশায় দাঁড়াও—দাঁড়াও—যেও না ; মল্লিক মশায় ছোট-বাবুকে নিয়ে যে বেরোবার উদ্যোগ ক'চ্চে, সেখানে কিছু ক'র্‌তে পার্‌লুম না, এখন বলো—কোন্ পক্ষে কাকে সাক্ষী দিতে হবে ?
বক্সী। আরে দাঁড়া দাঁড়া—আগে নালিশ রুজু হোক্, আবার না ফ'স্‌কে যায়।
২য় সাক্ষী। আর ফস্‌কাবে কোথায়—ছোটবাবুকে নিয়ে মল্লিক এতক্ষণ বেরিয়ে প'ড়্‌লো,—ফিরে গাড়োয়ান গাড়ীতে গরু জুড়্‌ছে, দেখে এলুম।
বক্সী। ছোট তো খুব—ছোট তো খুব, আগেই বেরিয়ে প'ড়েছে,—
১ম সাক্ষী। মল্লিক কেমন ধাপ্পা মেরেছে ; বল্লে—"বক্সী এতক্ষণ বড়বাবুকে নিয়ে বেরুলো, আগে না মাম্‌লা রুজু ক'রে বায়না কেঁচে যাবে।"
বক্সী। তবে তো পার্‌লো—তবে তো পার্‌লো—
দীপি। হুঁহুঁ—আমার কাঁচা কাজ কি না,—ও দত্তদের বাড়ীই বল, ঘোষেদের বাড়ীই বল, আর মুখুয্যেদের বাড়ীই বল—আমি খড়-খুঁটে দিয়ে উনুনে আগুন দিয়েছি, তোমরা ফুঁ দিয়ে ধরিয়েছ। আমি না লোলাডাগিরি ক'র্‌লে তোমরা একটাও বাড়ী হাত ক'র্‌তে পার্‌তে ? তোমরা অপর্শে, তাই একহাতা বালা আমও গড়িয়ে দিতে পার্‌লে না। তা না দাও—ধর্ম্ম আছে—ধর্ম্ম আছে। আমি লোকের ভালই ক'র্‌বো—এতে যা হয়।

বক্সী। টীপি টীপি—এবার মোটা মোটা মালা তোর গলায় দুল্‌ছে।

টীপি। দুলুক আর না দুলুক, আমার কায তো আমি ক'র্‌লুম, এখন তোমাদের যা বলে হয়, ক'রো।

১ম সাক্ষী। তোমাদের তো যা হয় হবে, এখন আমরা কে কোন্ দিকে যাব?

বক্সী। তোরা আপনা-আপনি বখ্‌রা ক'রে নে না বাবা—তোরা আপনা-আপনি বখ্‌রা ক'রে নে না!

২য় সাক্ষী। তা শোন, বক্সী ম'শায়, আমাদের যাকে যে বলে দাও,—কাপড়, জামা, জুতো—এ তো একজুট্‌ চাই।

৩য় সাক্ষী। আমার কিন্তু—

২য় সাক্ষী। থাম্ না—থাম্ না—আমি সবার হ'য়ে বল্‌ছি,—মধুর বলে, "আমি মুখুয্যেদের মামলায় সবর পাঁচটা টাকা বই পাই নি, দশটী টাকার কম বাড়ী থেকে বেরোব না।"

৪র্থ সাক্ষী। আমার—

২য় সাক্ষী। থাম্ না আমি ব'ল্‌চি—নিতের মা বলে, "দু'বল ধান না বাড়ীতে তুলে দিলে, নিতেকে বেলায় যেতে দেবে না।" আমার মাতেন তো ? ছা-পোষা লোক, দু'বছর জমীদারের খাজনা প'ড়ে গিয়েছে, খাজনাটা চুকিয়ে দেওয়া চাই। আর আমার খুড়্‌তুতো ভাই আস্‌তে পারে না; সে ব'লেছে, "জমী বন্ধক রেখে ২৫টা টাকা কর্জ্জ ক'রেছে, ইঁহাদের সুদ হ'য়েছে, সেইটা শোধ করা চাই।"

বক্সী। সব হবে বাবা—সব হবে! বড় কাত্‌লা প'ড়েছে যে—বড় কাত্‌লা প'ড়েছে, কেউ বঞ্চিত হবে না—কেউ বঞ্চিত হবে না, দাঁড়া না, নালিস রুজু ক'রে এলেই তোদের দিয়ে যাচ্ছি।

১ম সাক্ষী। তা সে যা হয় ক'রো, শেষে যেন খেঁচাখেঁচি ক'রো না। আমরা তোমার পেঁচোয়া কথা বুঝি না, আমরা এক কথার মানুষ।

১ম সাক্ষী । তা চলে আর না চলে—এই বলে গেলুম । মউতাজের মধু হ'য়েছে, পেয়ারা পাতা দিয়ে খেতে হবে, আমরা চল্লুম ।

[সাক্ষিদ্বয়ের প্রস্থান ।

ধীরু : ওগো আমি কাল বেলায় যাব, আমি সকালবেলা একটু মিছরির পানা খাই, বিকেল ছখানা বাতাসা ভিজিয়ে ; টকের মাছ নৈলে আমার একদিনও চলে না । নারকেল তেল নইলে মাথা ধরে, ঘি নইলে পেট ছড়্ ছড়্ করে, আর দুধ নইলে পাইখানা হয় না, আমার ঠিক যেন সব যোগান থাকে । আজই দেখুন, বড়বউ তেঁতুলী মাছ আনিয়েছে, বেশ রেঁধেছে, দু'থাল খেয়ে যাব ।

বক্সী । (স্বগত) ওঃ—বেটারা যেন বাহ্মণে ! ব্যাটাদের না হ'লেও চলে না,—আর ব্যাটারা সাক্ষীগুলো ও চাঁদ দেয় । নড়্নড় দিয়ে দিয়ে খেতে হবে—নড়্নড় দিয়ে দিয়ে খেতে হবে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য।

বক্সীর অন্দর বাটী।

বক্সীগিন্নী শায়িতা, তৎকন্যা ভূতী।

ভূতী। ও মা, বেলা হয়েছে, ওঠ না, ১০টা বেজে গেলো, উনুনে আগুন দিবি না?

গিন্নী। দাঁড়া বাছা, আলিস্যি ভেঙে নি, তুই ততক্ষণ উনুনটা নিকিয়ে হুঁকোটা জেলে দে।

ভূতী। হাঁ! আমি তোমার এখন উনুন নিকুতে যাই, সই আসছে, ঘুঁটি খেলবো।

গিন্নী। এই দেখ, বদ্যির দু'খানা হাড় আছে, ক'জনে পড়ে খ'সে খ'সে যা; এ জন্মটা খাটতেই এসেছিলুম, খেটে খেটে গতরটা গেলো।

ভূতী। ঘুমিয়ে গতরে পোকা প'ড়লো বল।

গিন্নী। ব'লবিই তো বাছা, ব'লবিই তো, কেমন গর্ভের ছানা! এই যে দু'বেলা থাবা থাবা ক'রে ভাত খাও, এ কার গতরে? পাথরে গড়া দেহ, তাই আজও চ'লছে, মাটির শরীর হ'লে খ'সে খ'সে প'ড়তো।

(কৃষ্ণধনের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। মামী, আর ঘুমোও, মুদি আর চাল দিলে না।

গিন্নী। কেন, ও পোড়ারমুখো—চাল দিলে না কেন?

কৃষ্ণ। ব'ল্লে—আগেকার দাম না চুকিয়ে দিলে সে চাল দেবে না।

বক্সী। (গিন্নীর প্রতি) আজকে অমনি হাত নাড়ো,

(তৃতীয়ের প্রতি) বাছা অমনি ফুঁ পাড়ো,

(কৃষ্ণের প্রতি) নাত কেড়ে কেষ্টা গিয়ে—

কিনে আন্ ঘোড়ার দড়ি,

ভাবনা কি, মকদ্দমা বাগাচ্ছি!

সকলে। আয় আয়—চাঁ'র জনে নাচি—

চাঁ'র জনে নাচি।

পঞ্চম দৃশ্য।

খিড়কীর ঘাটের অপর অংশ।

(লাঠিহস্তে ছোট বাবুর ভৃত্য ও বড়বাবুর ঝির বঁটী হস্তে প্রবেশ)

ঝি। এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর কেলে বেরালের, বড় বাবুর জেঠ্কী মাছের হাঁড়ী খায়! আজ এই আঁশ বঁটীতে কাটবো।

নিধে। এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর বেঁড়ে গরুর, ছোট বাবুর ক্ষেতের বেগুন খায়, আমি এই নাদনায় ভাগাড়ে পাঠাবো।

ঝি। কি তোর এতদূর আস্পর্দ্ধা, তুই বড় বাবুর গরু ভাগাড়ে পাঠাবি!

নিধে। কি বল্লি বুড়ি, তুই ছোট বাবুর পোষা বেরাল কাটবি!

(ঝি ও ভৃত্যের গান)

ঝি। কাটবো তোর কেলে বেরাল, ধার ক'রেছি আঁস বঁটী।

নিধে। দেব ভাগাড়ে গরু, বাগিয়ে আছি এই লাঠি॥

ঝি। তোরই আজ নাক কাটি,

নিধে। তোরেই এই নাদ্‌না সাটি;

ঝি। এত বড় কেলে হলো—হাঁড়ী খেয়ে যায়,

নিধে। এত বড় বক্‌না বেঁড়ে—ক্ষেতের বেগুন খায়;

ঝি। এই বঁটীতে—

নিধে। এই লাঠিতে—

উভয়ে। ঘোচাবো দাঁত ছিরকুটি॥

ঝি। খুন হলি—

নিধে। এই গেলি—

উমেশ। তুই খাঁসখতী দিয়ে মেয়ারদের গর্দানা কাটতে পারিস্ কি? কি হে তুমি আমার গরু কাঞ্জী হাউসে পাঠাবে?

সতীশ। তুমি আমায় মেরাদ কাটবে না কি?

উমেশ। কাট্‌বো, তুই কি কর্‌বি?

সতীশ। আচ্ছা কি করি দেখ্‌বে, মেয়রদের জামিন ধ'রে দেবো। আবার গরু ছেড়ো দেখি বুঝবো, যদি কাঞ্জী হাউসে দশ কড়ায় না বেচাই, আমার নাম বদলে দেবো।

উমেশ। বটে বটে, আমার গরু দশ কড়ায় বেচাবি, এই রইলো থাওয়া লড়িয়া ধুয়ে থোয়া, ফের বেলায় চাই। দেখি তুই ক'মবর সাম্‌লাস্? ফৌজদারীতে কাঁর বাবা এসে তোরে বাঁচায়?

সতীশ। আমিও ফৌজদারী রুজু কচ্চি, আমিও চাই, আমি দেখছি, কোন্ গরুশোধানীর বাপ আমার ফৌজদারী সাম্‌লায়।

মোক্ষদা। ওগো দুটি খেয়ে যাও, ওগো দুটা খেয়ে যাও! এই বেলা থেকে দশ ক্রোশ হেঁটে আস্‌চো, এখনো পা ধোওনি।

সতীশ। না, আগে নালিশ রুজু করি, তবে খাওয়া দাওয়া।

[উভয়ের প্রস্থান।

মোহিনী। এই বেলা থেকে দশ ক্রোশ হেঁটে পুড়ে আস্‌ছ— ওগো পা ধোও—মুখে হাতে জল দাও! সব কথা তোমায় বলিনি, তোমার মাথা খরব হ'য়ে যাবে, ঠাণ্ডা হ'য়ে শোনো, আস্পর্দ্ধার কথাটা শোনো,— ঝাঁটার মুড়ো দেখিয়ে বলে, তোর ভাতারের মুখে গুঁজে দেবো।

উমেশ। বটে এমন কথা আমায়! ঐ গোলাবাড়ীর বেটীকে তত চালান দিচ্চি।

মোহিনী। ওগো দাঁড়াও—দাঁড়াও—

উমেশ। না, আমি দেখে নেব,—না, আমি দেখে নেব।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পুকুর ঘাট।

ছোটঠাকরুণ ও গ্রাম্যবধূগণ।

১ম বউ। ছোট্ ঠাকরুণ, ছোট্ ঠাকরুণ, শুনলুম না কি, দু' বেটি ফের এসে ধুলো পায়ে আবার মকদ্দমা করতে বেরিয়ে গিয়েছে ?

ছোট ঠাক্। (মালা জপিতে জপিতে) কেষ্ট—কেষ্ট—কেষ্ট, কে জানে বাছা, পাঁচ জনের কথায় থাকিনি, শুনে মধুরকে আবার সাক্ষী দিতে নিয়ে গেছে,—বাছা, কেলার হেঁটে হেঁটে সারা হ'লো,—তাই শুনেছি ওদের দু'জেতে মকদ্দমা বেধেছে।

১ম বউ। কেন গো, তুমি তো সব জানো, এই তো গরদের কাপড় তুমিই তো কা'ল কয়ে নিয়েছ, ব'লেছিলে নইলে তোমার ছেলেকে সাক্ষী দিতে যেতে দেবে না।

ছোট ঠাক্। কে জানে বাছা, একেলে মেয়ে, তোদের মুখে খই ফোটে, আমি অত জানকবর থাকিনে। আহ্নিক ক'রতে পারিনে, তাই মধুরকে ব'লেছিলুম—একখানা গরদের কাপড় আনিস। কেষ্ট—কেষ্ট—কেষ্ট, মধুর আমার সাদা মোন, মকদ্দমায় গিয়েছিল, টাকা খরচ কর্, তা নয়। ইটি কখন মালা মাঝে মাঝে ছিঁড়ে যায়, তাই ব'লেছিলুম, একটু সোনার তার হ'লে গলায় ঝুলিয়ে রাখ্তুম, আর ছিঁড়তো না, তা দিতে পারলে ? আ-মর ছিনেরা—মকদ্দমা করছিস কি ?

১ম বউ। তা দেখে গো দেখে; কিছু শুনলে? আবার নাকি কি মকদ্দমা ক'রতে গেল?

ছোট ঠাক্। জানিনে বাছা, কারো কথায় থাকিনে। কেষ্ট—কেষ্ট—কেষ্ট!

[প্রস্থান।

২য় বউ। ওলো, ওকে কি জিজ্ঞাসা কচ্ছিলি? ও ছোট গিন্নীর পেটের কথা পাবি! ও বাড়ী এসেছিল, ওর মুখে শুনলুম, ঐ ছোট বউয়ের বেড়াল বড় বউটার হাঁড়ি খেয়েছিল, আর বড় বউটার গরু ছোট বউএর ক্ষেতের বেগুন খেয়েছিল। এই দুই জেরে এসে শুনেই ধূলোপায়ে অমনি ফৌজদারী ক'রতে জেলায় গেল।

১ম বউ। যাক্ বোন, যাক্, এই বেশ, দেবতা-বামুনের আশীর্বাদে মকদ্দমাটা লেগেছে, তাইতে তো আমাদের সংসারটি চলছে। ব'লবো কি দিদি, শুধু নুন টাক্না দিয়ে আধপেটা ছ' মাস খেয়েছি। আহা! ছেলের প্রাতঃ শক্তি দিনের আশীর্বাদে যেন মকদ্দমাটা দু'দিন চলে।

২য় বউ। তা বই কি বোন্—তা বই কি বোন, বালা দু'গাছা জেবে দু'বছর বাক্সোর তোলা ছিল, দেবতা-বামুনের আশীর্বাদে আজ হাতে দিয়েছি।

৩য় বউ। আমি বোন্, দেখেছিস্ তো এই; ছেঁড়া কাপড় গাঁট দিয়ে ছ'মাস প'রছি। এই নূতন কাপড় জোড়াটা পেয়েছি, দের যায় দিয়ে প'রেছি, একটু মানুষের মত দেখাচ্ছে, কেমন নয় দিদি?

২য় বউ। আহা দিদি, তোমার মাথার সিঁদুর বজায় থাক্, অমনি জোড়া জোড়া কাপড় ঘরে আসুক।

৪র্থ বউ। আমারও দিদি তোমাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে ছাড়ার এক জোড়া জুতো হ'য়েছে, শ্লেট-পেন্সিল-বই পেয়েছে, আমি এক জোড়া বেরবার কাপড় পেয়েছি, আর চালকলা এখন পাঁচ মাস কিন্তে হবে না। আর ব'লে গিয়েছে, এবার সাক্ষী দিলেই তার নাম বেরিয়ে যাবে।

সপ্তম দৃশ্য।

জেলার বাসা।

কৃষ্ণধন ও দীপি।

কৃষ্ণ। আমার দুধ খেলে কে?

দীপি। ও বাবা, রাত্রে দুধটুকু নইলে আমার চলে না; গোয়ালবুড়োরা আমায় এক ছটাক দুধ রেখেছিল, তাই তোর দুধটুকু খেয়েছি, কিছু মনে কর্‌বিস্‌ নি।

কৃষ্ণ। তা আর মনে ক'রব কি! তোর মা আমলের দুধ রেখেছিল?

দীপি। ও মা! কোথায়? আমলেরি বাটিতে জল দিয়ে পুরিয়ে রেখেছিল।

কৃষ্ণ। তা আমার দুধ টুকু খেয়েছিস্‌, বেশ ক'রেছিস্‌। (স্বগত) তোমায় এই দুধ খাওয়াই! (প্রকাশ্যে) আ দীপি বাদী, তুই দুধ খেয়েই ভুলে থাকিস্‌, এই যে তুই এত ক'রে বকজ্যাঠা জোগাড় ক'র্লি, তুই কি পাবি বল্‌ দেখি?

দীপি। ওমা—কোথায় কি পেলুম।

কৃষ্ণ। তাই তো বলি, শুধু ভূতে জল দেওয়া নয়, আমায় ঠকিয়েছে। সাক্ষীদের সব জোড়া জোড়া টাকা, জোড়া জোড়া বুজো!

দীপি। তবে যে বলে আমাকেই সবার চেয়ে বেশী ক'রে দেবে!

কৃষ্ণ। হুঁ! তুই সাদা মানুষ, তোকে কথায় ভুলিয়ে রেখেছে। কে কি পেলে তোকে বাবার মুখেই শোনাচ্ছি। কোথায় দাঁড়াবি বল্‌ দেখি? এই মাদুরটা মুড়ি দিয়ে থাক্‌; আমি জোনাহুড়ি কে কি পেয়েছে, তোরে সব শোনাচ্ছি।

(দীপির মাদুর মুড়ি দিয়া অবস্থান)

বক্সী। মরিক জেনেছে না কি—মরিক জেনেছে না কি?

কৃষ্ণ। জানে না, আমায় সে কথা ডেকে ব'লে! ব'লে—"তোমায় বাবায় আক্কেল দেখেছ, এদিকে আমায় বলেন বকজয়া চলুক, আর ওদিকে শাকী দিয়ে বকজয় কিতে দেবার সাক্ষী শেখান।" আমি বল্লুম—"না না!" ব'লে—"আমায় সাক্ষী লুকিয়ে গিয়ে শুনে এসেছে, আমি না ব'লেই শুনবো!"

বক্সী। ও—বুঝেছি, বুঝেছি! সাক্ষীরে লুকিয়ে গিয়ে খবর দিয়েছে, এই আমার মতলব লুকিয়ে লুকিয়ে চালাচ্ছে। তলে তলে সাক্ষীদের আর এক রকম শেখাচ্ছে। ছোট বাবুর কাছে পাঁচশো টাকা বক্সিস্ বাঁধবে! ব্যাটা, তুই হকে তকে থাকিস্; এবার মরিকের সাক্ষী যদি লুকিয়ে এসে শোনে, আমায় বলিস্ তো!

কৃষ্ণ। বাবা, ঐ মাদুরের ভেতর কি গো?

বক্সী। ওরে তাই তো রে—নড়্চে যে!

কৃষ্ণ। বাবা, এই লাঠি নাও, গোবেক্কেন ঠ্যাঙাও—গোবেক্কেন ঠ্যাঙাও।

বক্সী। (লাঠি লইয়া) তবে রে ব্যাটা লুকিয়ে শুনছ? তবে রে ব্যাটা মতলব জেনে নিয়ে যাবে! তবে রে ব্যাটা—পাজী ব্যাটা—নচ্ছার ব্যাটা—(প্রহার)

চাঁপি। (মাদুর হইতে) ওরে বাপ্ রে গেলুম রে—আমি চাঁপি—আমি চাঁপি—

কৃষ্ণ। বাবা, নোব্নে চাঁপি সেজেছে।

বক্সী। বটে!— (পুনঃপ্রহার)

(চাঁপির মাদুর হইতে বাহির হওন)

(কৃষ্ণধনের পলায়ন)

দাঃ—তাই তো চাঁপিই বটে!

অষ্টম দৃশ্য।

আদালত সংলগ্ন উকীলের বার।

উকীলগণ।

১ম উকীল। আঃ ভাল এক আবতার খাঁটির মকদ্দমা, জালাতন ক'রেছে। রোজ রোজ ঘ্যান্ ঘ্যান্ ঘ্যান্!—

২য় উকীল। আরে আমারও যে ঐ বালাই।

১ম উকীল। কেসটা খুব—

২য় উকীল। ফেস থাকলে কি হয়, আবতার খাঁটির ফী আর কত? তা থেকে আবার মক্কেল বেটাকে দিতে হবে।

১ম উকীল। আমারও মক্কেল বেটা হাঁ ক'রে আছে। (ঘড়ি দেখিয়া) ইস্ ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে যেতে হবে।

[১ম উকীলের প্রস্থান।

(সতীশের প্রবেশ)

সতীশ। মশায় মশায় আজ মকদ্দমা ডাক হবে।

২য় উকীল। আমার মুহুরীকে দাঁড়াতে ব'লো,—আমি সবজজের কোর্টে যাচ্ছি।

সতীশ। মশায়, আপনি না দাঁড়া'লে মকদ্দমা হার হ'য়ে যাবে।

২য় উকীল। ভয় কি, আমি আপিলে জেতাবো।

সতীশ। দোহাই মশায়, একবার দাঁড়ালেই মকদ্দমা জিত হয়।

২য় উকীল। পঞ্চাশ টাকা দিবে তোমার মকদ্দমার জন্য ব'সে থাকবো,—
পোসাক কি দাও, তোমার জন্য ব'সে থাকছি।

[২য় উকীল ও তৎপশ্চাৎ সতীশের প্রস্থান।

(মুহুরী ও উমেশের প্রবেশ)

উমেশ। মশায় আপনাকে পাঁচ পাঁচ টাকা দিলুম, ব'ল্লেন হাকিমকে ক'র্বেন,
উনি তো এখনি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে যাচ্ছেন।

মুহুরী। শীগ্‌গীর আর দশ টাকা দেন, আমি এখনি আটকাচ্ছি।

উমেশ। কি দায় টাকা দিতে গেলে আর তো প্রাণ বাঁচে না মশায়।

মুহুরী। মকদ্দমা ক'র্তে এসেছেন, খরচা নইলে হয়? এ'দিকে আপনার
ভাই বিষয় বাঁধা রেখে টাকা হাতে ক'রে বড় বড় টাকা গুণ্‌ছেন।

উমেশ। মশায়, বাপের গয়নাগাঁটী বাঁধা দিয়ে যা ছিল এনেছি।

মুহুরী। বিষয় বাঁধা দেন—বিষয় বাঁধা দেন—আমার হাতে মহাজন আছে।
মকদ্দমা কিনারা ক'রে দিচ্ছি,—টাকা আনুন—টাকা আনুন—

উমেশ। মশায়, বিষয় আর কি, বিষয় বাঁধা দিয়ে কাপড়ের ক'রেছিলুম,
তা এই ছয় মাস মকদ্দমায় ঘুরে ঘুরে সেটাও খুইয়েছি।

[প্রস্থান।

(বক্সীর প্রবেশ)

বক্সী। বড় বাবু, বড় বাবু, বাসায় চলুন, হরির লুট দিতে হবে,—বিধুবাবুকে
খাড়া ক'রে মকদ্দমা পোসপান নিয়েছি। ছোট বাবু উকীলটুকীল নিয়ে
দাঁড়িয়েছিলেন, মকদ্দমা চালাতে দিলুম না। মনিব ক্যা ক্যা ক'চ্চে।

(চাপরাশির প্রবেশ)

চাপ। বাবু হামি লোক তো বখ্‌সিস্‌ কিছু পেলো না।

বক্সী। পাবে—পাবে। (উমেশের প্রতি) বড় বাবু, কিছু দিন।

উমেশ। ওদের আবার ক'দার বেদো ?

বকসী। এই ছ'মাসে বার তিন দিয়েছেন বই' তো না, কিছু দিয়ে দিন, কিছু দিয়ে দিন,—এদের হাতে রাখা চাই, কখন কি কাজ পড়ে।

চাঁপ। বকসী ম'শায়, কিছু হুকুম হোক।

বকসি। দিচ্ছেন, এসো—এসো—

উমেশ। (স্বগত) কি সকৃখাগীতেই প'ড়েছি।

[সকলের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

জেলার বাসা।

সতীশ, মল্লিক ও সাক্ষিগণ।

নারাণ। শুনেছেন ছোট বাবু, শুনেছেন মল্লিক ম'শায়,—বড় বাবুর বাসায় যে খুব ধূম পড়ে গিয়েছে। আজ এই বাদ্‌লার দিনে খিঁচুড়ীর ব্যবস্থা হ'য়েছে. বড়বাবু নিজে আজ তপ্‌সে মাছ কিন্‌তে বাজারে গেছেন। তিনি ব'লেছেন, আজ নিজে হাতে বাজার ক'রে সবাইকে খাওয়াবেন। আমাদেরও টক্কর দেওয়া চাই, বড়বাবুর দল যে জিতে যাবেন, তা হ'চ্চে না। ছোটবাবু, আপনাকে আজ নিজে বাজার ক'রে এনে আমাদের খাওয়াতে হবে।

মল্লিক। নারাণ আমাদের খুব তৈরি, তুমি এ খবর কোথায় পেলে?

নারাণ। পেঁচো লুকিয়ে এসে ব'লে গেল মল্লিক ম'শায়! ছোট বাবু, আর দেরী ক'র্‌বেন না, বেরিয়ে পড়ুন। কা'ল সকালে যে বড়বাবুর দল আমাদের ঠাট্টা ক'র্‌বেন, সেটা হ'চ্চে না। আর ভাব্‌চেন কি, মকদ্দমায় আপনি পাকা জিত্‌বেন,—এ তো আদালত শুদ্ধ সবাই ব'ল্‌চে।

বেচারাম। ঠিক ব'লেছ নারাণ দা, আমাদের টক্কর দেওয়া চাই, নইলে সাক্ষীরা সব দ'মে প'ড়্‌বে।

মল্লিক। এই দুর্য্যোগে ছোট বাবু একা কোথায় বেরুবেন? তোমরা না হয় কেউ গিয়ে তপ্‌সে মাছ, আর যা যা চাই, কিনে আনো।

নারাণ। কি ব'ল্‌ছেন মল্লিক ম'শায়, বড় বাবু নিজে হাতে আজ সব বাজার ক'র্‌বেন, তপ্‌সে মাছ কিন্‌বেন। ছোট বাবু যদি আজ একা না বেরোন, তা হ'লে তো অপমানের এক শেষ, দাঁড়িয়ে মাথা কাটা

যাবে যে! সাক্ষীরা যে সব বুক ভাঙ্গা হ'য়ে প'ড়্বে, কা'ল স্ফূর্ত্তি ক'রে সাক্ষী দেবে কি ক'রে?

সকলে। না এ অপমান আমরা স'ব না। ছোট বাবু, আমাদের মান রক্ষা করুন।

মল্লিক। তোমরা স্থির হও—স্থির হও। একটা আবদার ক'চ্চ, ছোট বাবু এত স'চ্চেন, এটা কি আর সবেন না! কি বলেন ছোট বাবু?

সতীশ। তা তোমাদের যখন সাধ হ'য়েছে, যাচ্চি তা আর কি! নিধে, আমার ছাতিটা আন্,—আর মনিব্যাগ্টা দে।

নারাণ। নিধেকে সঙ্গে নেবেন না ছোট বাবু, আপনাকে একা যেতে হবে, নইলে টক্কর দেওয়া হবে না। পেঁচো ব'লে গেল, বড় বাবু একা গেছেন।

সকলে। হ্যাঁ—হ্যাঁ টক্কর দেওয়া চাই, ছোট বাবু আপনি একা যান।

সতীশ। তা বেশ,—আমি একাই যাচ্চি! ছাতিটে এই দম্কা হাওয়ায় টেঁক্‌বে তো?

নারাণ। খুব টেঁক্‌বে—না হয় তোয়ালেটাও সঙ্গে নেন, দরকার হয় মাথায় দেবেন। একটু কষ্ট হবে, কিন্তু মান বজায় থাক্‌বে।

মল্লিক। তোমাদের খামকা এ আবার কি একটা খেয়াল উঠ্‌লো, ছোট বাবু সমস্ত দিন আদালতে ঘুরে হায়রাণ হ'য়েছেন—আবার এই কষ্ট।

সতীশ। না না, তা আর কষ্ট কিসের, কষ্ট কিসের!

মল্লিক। দেখ্‌বেন, সাবধানে যাবেন, রাস্তায় বড় কাদা, বেশী ভিজ্‌বেন না।

[ছাতি ও মনিব্যাগ্ লইয়া সতীশের প্রস্থান।

নারাণ। নিধে, গোটা চা'র কল্‌কে সেজে আন।

মল্লিক। নিধেকে সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেই হ'তো, বড্ড কষ্ট হবে।

নারাণ। তা হ'লে মল্লিক ম'শায়, আমাদের নিজে হাতে তামাক সেজে খেতে হ'তো।

সকলে। বেঁচে থাক বাবা নারাণ, বলিহারি তোমার বুদ্ধি! আজ ভারি মজা! ভারি মজা!

মল্লিক। নারাণ, তুমি বড্ড বাড়িয়ে তুল্লে, দেখ, আবার নেবু তেতো না হ'য়ে যায়। বৃষ্টি-কাদার হাত এড়াতে তারা তো দেখ্‌ছি বড় বাবুকে বাজার ক'র্‌তে পাঠিয়েছে, তুমিও সেই চালাকি ক'র্‌লে—দেখ্‌লে না, ছোট বাবু গম্ভীর হ'য়ে, বেশী কথা না ক'য়ে চলে গেল।

নারাণ। কিছু ভাব্‌বেন না মল্লিক ম'শায়, যে পর্য্যন্ত মাম্‌লার একটা ভাল-মন্দ না হ'য়ে যাচ্চে,—বাবা ব'লে বিষ্ঠা পর্য্যন্ত মুক্ত ক'র্‌বে। নাও হে স্ফূর্ত্তি করো, গান ধরো—

(সকলের গীত)

আমাদের তালিম দিতে হয় না আর।
শিখেছি ব্যবসা জবর, জামাই আদর,
ঘাড়ে চেপে বসি যার॥
জোটে না মুড়ি ঘরে, মণ্ডা ফেলি থু থু ক'রে,
বসি যে বায়না ধ'রে, পেতে দেরী হয় না তার॥
ধুতি চাদর কামিজ জুতো, সেমিজ সাড়ী মিহি সূতো,
চোখ্ রাঙ্গানি দিই পেলে ছুতো;
উড়্‌ছে মজা, আফিং গাঁজা, দুধে বাঁটা সিদ্ধি তাজা,
চালিয়ে দাও—খোলা দরজা;
কান্‌ট্রি লিকার, ঢালো দেদার,
চাট খেয়ে নাও যে সখ যার॥

দশম দৃশ্য।

—•৩৯৯৩•—

বাজারের সম্মুখ।

(উমেশের প্রবেশ)

উমেশ। কি ঝকমারী ক'রেই মাম্‌লা ক'র্‌তে এসেছিলুম। জলের মত টাকা খরচ হ'চ্চে, ব্যবসা-বাণিজ্য তো চুলোয় গেল,—দেনায় সর্ব্বস্ব বাঁধা, কষ্টের এক শেষ,—ঘেন্নায় যাদের সঙ্গে কথা কইতুম না—তাদের মন জোগাতে হ'চ্চে। যারা সাম্‌নে ঘেঁস্‌তে সাহস ক'র্‌তো না, এখন তারা হুঁকো হাতে ইয়ার্‌কি দিতে আরম্ভ ক'রেছে। দীপি হ'য়েছে গুরুঠাকুরুণ, বক্‌সী বেটা কেবল দাঁওয়ের চেষ্টায় ফির্‌চে, সাক্ষীগুলো তো জোনাজুতি হ'চ্চে। উকীল মোক্তার হ'য়েছে ইষ্টিগুরু,—মুখে মধু ঢেলে দিচ্চে—আর কেবল টাকা দাও। এই দুর্য্যোগে কুকুর-বেরালে বেরোয় না, ব্যাটারা খিচুড়ী খাবেন, গরম গরম তপ্‌সে মাছ খাবেন, আর এই বৃষ্টি-কাদায় আমি বাজার ক'র্‌বো! বাবুরা কাদায় পা দেবেন না, গায়ে জল লাগাবেন না, সর্দ্দি হবে! রাস্তায় আলোগুলো দেখ্‌ছি, জলঝড়ে সব নিভে গেছে। তপ্‌সে মাছ এখন কোথায় পাই? এই দিক্‌টে পানে বাজার নয়? অন্ধকারে কিছু দেখ্‌বার জো নেই,—তিনবার আছাড় খেয়েছি, ছি ছি—এতও অদৃষ্টে ছিল! স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী! মেয়েমানুষের কথায় নেচে একটা তুচ্ছ আমড়াগাছের জন্য ধনে-প্রাণে গেলুম!

(সতীশের প্রবেশ)

সতীশ। কি ঘোর অন্ধকার! সহরে একটা আলো নাই,—ঝড়ে সব নিভে গেছে,—ছাতাটা যে কোথায় উড়ে গেল, তার পাত্তাই পেলুম না,—

তিনবার প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে র'য়ে গেছি ; এতও অদৃষ্টে ছিল !—চৌধুরী ম'শায়ের কথা শুনে যদি আমড়াগাছটা দাদাকে ফিরিয়ে দিতুম, তা'হ'লে এতটা লাঞ্ছনা আর সইতে হ'তো না। ছ'মাসে মকদ্দমা শেষ হ'ল না ! ধানচা'লের ব্যবসা তো বরবাদে গেল—দেনায় বিষয়-আশয় বাঁধা পড়্‌লো ! পাঁচ ব্যাটার পরামর্শে ধনে-প্রাণে মজ্‌তে ব'সেছি,—পাঁচু মল্লিক মাম্‌লা-বাজ হ'লেও একটু ভদ্রলোকের চাম্‌ড়া গায়ে আছে জান্‌তুম,—চৌধুরী ম'শায়ের সঙ্গে যে দিন ঝগড়া হয়, সেই দিনই খট্‌কা লেগেছিল,—তখনও যদি সাম্‌লাতুম, তা হ'লে এত দুর্গতি হ'তো না। ইচ্ছে হ'চ্চে বাড়ী চ'লে যাই,—ব্যাটারা উপোস করুক। ছোটলোক ব্যাটারা গরজ বুঝে এই জলঝড়ে আমায় বাজার ক'র্‌তে পাঠিয়ে দিলে, আর আপনারা বাসায় ব'সে ইয়ারকি মার্‌বেন ! বাজারটা এই দিকে নয় ?

(অগ্রসর হওন এবং অন্ধকারে উমেশের গায়ে ধাক্কা লাগন)

উমেশ। (পড়িয়া গিয়া) আরে আরে—গেলুম্‌ গেলুম্‌,—কে হে তুমি বেয়াদব ! কেমনতর লোক বটে—রাস্তায় মানুষ চলেছে—দেখ্‌তে পাচ্ছ না।

সতীশ। কে ? দাদা না কি ? ওঠো ওঠো—(ধরিয়া তুলিয়া) তপ্‌সে মাছ কিন্‌তে এসেছ ?

উমেশ। কেও সতীশ ? আর ভাই—

সতীশ। দাদা আর মাম্‌লা ক'রে কাজ নাই, আমড়াগাছ আমি তোমাকে দিলুম,—আমি বড় বউদিদির গিয়ে পায়ে ধ'র্‌বো, মকদ্দমা মিটিয়ে ফেলো,—আর ছোটলোকের খোসামোদ ক'র্‌তে পারি না।

উমেশ। না ভাই, তোমার আমড়াগাছ তুমিই নাও, মেয়ে মানুষের কথায় জ্ঞানশূন্য হ'য়ে তার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে। পৃথক্‌ হবার সময় পাঁচ-জন মধ্যস্থে যেরূপ ভাগ ক'রে দিয়েছিল, তাতে আমি দু'টো আপত্তি ক'রেছি, তুমি হাসিমুখে আমার জিদ্‌ বজায় রেখে ভাগ নিয়েছ। আমার

স্ত্রী হ'য়েছে শত্রু, তার পরামর্শেই তোমার মত লক্ষ্মণ ভাইকে পর ক'রেছি। তুমি সত্যিই ব'লেছিলে আমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। আর আমার সংসার-ধর্ম্মে কাজ নাই, পৃথক্ হওয়া থেকে একদিনের জন্যও শান্তি পাই নাই। তোমায় সব লিখে পড়ে দিয়ে আমি সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে যাব।

সতীশ। দাদা ঠাণ্ডা হও,—পাঁচজনের কথায় নেচে—তোমার মনে যে ব্যথা দিয়েছি, ছোটভাই ব'লে মাপ করো। পাঁচ বছরের সময় মা মরে যান, আমি বাবাকে আর তোমাকে ভিন্ন আর কাকেও জান্‌তুম না। তোমার কোলেপিটে চ'ড়ে মানুষ হ'য়েছি। সেই দাদাকে আমি স্ত্রীর পক্ষ হ'য়ে কটু কথা ব'লেছি, শত্রু ক'রেছি! দাদা আমার আশীর্ব্বাদ করো, আমার সুমতি হোক্। (পদধূলি লওন)

উমেশ। (আলিঙ্গন করিয়া) ভাই ভাই, এতদিনে আবার ফের ভাই পেলুম। চল্ ভাই, চৌধুরী ম'শায়ের বাসায় দু'জনে যাই, কাল সকালে বাড়ী ফিরে যাব। চৌধুরী ম'শায় আহ্লাদ রাখ্‌বার জায়গা পাবে না। থাক্ বেটারা বাসায় উপোসী।

সতীশ। আমিও দাদা তাই মনে ক'চ্চি, আর ছোটলোক বেটাদের যেন মুখ দেখ্‌তে না হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

একাদশ দৃশ্য।

সহরের পথ।

(বক্‌সী ও কৃষ্ণধনের প্রবেশ)

বক্‌সী। তাই তো বাবা কেষ্ট, বড় বাবু কোথায় গেল বল্ দেখি? কিছু তো বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে।

কৃষ্ণ। মামা, আর তোমার বুঝে কাজ নাই, স'রে পড়ি এসো। বেটারা কাল থেকে উপোস ক'রে সব হ'ন্যে হ'য়ে আছে, তোমাকে না খেলে বাঁচি!

বক্‌সী। পেটুক বেটারা খামকা গরম গরম তপ্‌সে মাছ দিয়ে খিচুড়ি খাবার ফ্যাচাং তুলে দেখ্‌ছি সব মাটী ক'র্‌লে। বড়বাবুকে তো চার্‌দিকে খুঁজ্‌তে পাঠিয়েছি, কোন ব্যাটার তো দেখা নাই। চাকর বেটাকে পাঠালুম, সে বেটাও তো ফির্‌লো না।

কৃষ্ণ। মামা, পালাই চলো, বেটারা সব গরম গরম খিচুড়ি খাবার লোভে কেউ ভাং খেয়ে, কেউ মদ খেয়ে, কেউ গাঁজা খেয়ে মৌজ ক'রেছিল, বড় বাবুর তো দেখা নেই, ক্ষিদের চোটে কোন বেটা জল খেয়ে বমি ক'র্‌তে লাগ্‌লো, কোন বেটা বড়বাবুর পিতৃ-মাতৃ উচ্ছন্ন ক'র্‌তে লাগ্‌লো, বড়বাবুর চাকর বেটার উপর শেষটা তম্বি প'ড়্‌লো, সে বেটা প্রহারের ভয়ে কোথায় স'রে পড়েছে। এখন তোমার উপর সব রুখেছে। বড়বাবুর দেখা না পেলে তোমাকে নিয়েই প'ড়্‌বে। ভাল মন্দ হ'লে মামী আমাকেই দুষ্‌বে। বেটারা সব মরিয়া হ'য়ে উঠেছে। বড়বাবুর আশা ছাড়ো, এখনো বল্‌চি—পালাই চলো।

বক্‌সী। দাঁড়া, দাঁড়া, সন্ধান নিই,—মানুষটা কোথা গেল।

কৃষ্ণ। আর কি সন্ধান নেবে? বড়বাবু স'রেছে। মামা, মামা, বুঝি ছোট বাবুও স'রেছে, ঐ পাঁচু মল্লিকের হাল দেখ।

(সাক্ষিগণ-বেষ্টিত হইয়া উন্মাদাবস্থায় পাঁচু মল্লিকের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। কি মল্লিক ম'শায়, কাল কেমন খিচুড়ি খেলেন? আমাদের খিচুড়িতে বামুন বেটা বড় লঙ্কা দিয়েছিল। (জনান্তিকে বক্সীর প্রতি) মামা, স'রে পড়ো।

মল্লিক। তোর মাথা দিয়েছিল!

কৃষ্ণ। আপনাদের খিচুড়ি শুনলুম না কি অতি উত্তম হ'য়েছিল? (বক্সীর প্রতি) মামা, স'রে পড়।

মল্লিক। তোর গুষ্টির পিণ্ডি হ'য়েছিল, এখন পালাই কোন্ দিকে বল্?

সাক্ষী। তা আর জানিনি, পালাবে বই কি? ফের ঘা কতক দেবো না কি? এখনো বল্‌চি শালা, কোথায় কি আছে বার কর, ক্ষিদের চোটে এবার বেটা তোকেই খাব।

মল্লিক। তাই খা বাবা, একেবারে খেয়ে ফেল্, আর প্রহার দিস্ নি, সর্ব্বাঙ্গ থে তো হ'য়ে গেছে।

(দীপি ও বক্সীর তরফের সাক্ষিগণের প্রবেশ)

বক্সী। এই যে সব আস্‌ছে। কি হে, কোন সন্ধান ক'র্‌তে পার্‌লে?

বেচারাম। রেখে দাও তোমার সন্ধান, ক্ষিদেয় নাড়ী জ্বল্‌ছে। নাও, কি ট্যাঁকে আছে বা'র করো, খাবার কিনে আনি।

বক্সী। আমি কি ঘর থেকে পয়সা এনে মাম্‌লা লড়্‌তে এসেছি, তোমরা যে দেখ্‌ছি, বাড়াবাড়ি ক'রে তুল্লে!

১ম সাক্ষী। তবে ধর বেটার চুলের মুটি! সাক্ষীদের খেতে দেবার মুরোদ নেই, মাম্‌লা তদ্‌বির ক'র্‌তে এসেছিস্? (প্রহার)

দীপি। খেতে দিতে পার্‌বি নি, মাম্‌লা ক'র্‌তে এসেছিস্‌, ছোঁড়ার। ব'ল্‌ছে মন্দ কি ?

কৃষ্ণ। (সাক্ষিগণের প্রতি) ওহে, থাম, থাম, (দীপির প্রতি) দীপি মাসী, তোর তাগা গাছটা যদি দিস্‌, আমরা খেয়ে বাঁচি।

সকলে। দীপি মাসী, দীপি মাসী, তাগা খুলে দে—তাগা খুলে দে।

(একজনের তাগা খুলিয়া লইতে অগ্রসর হওন)

দীপি। ও মুখপোড়া, আমার তাগা দেব কি, আমার তাগা দেব কি ? আরে বাপ্‌রে, এরা ডাকাত রে ! (পলায়ন)

সাক্ষিগণ। ধরো—ধরো (কতক সাক্ষীর পশ্চাৎ ধাবন)

কৃষ্ণ। মামা, দেখ্‌ছ কি—স'রে পড়, ফির্‌লে তোমার মাংস খাবে !

(বেগে একজন সাক্ষীর প্রবেশ)

সাক্ষী। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, বড়বাবুকে খুঁজ্‌তে গিয়ে দেখি, একখানা গাড়ী ক'রে বড়বাবু আর ছোট বাবু চলেছে, গাড়ীর উপরে দু'জনের দুই চাকরও র'য়েছে। বোধ হয় তারা বাড়ী যাচ্চে ; চৌধুরী বুড়ো নিশ্চয়ই এই খেলা খেলেছে। আমাদের দেখে হাস্‌তে হাস্‌তে চাকর দু'বেটা ব'ল্লে—"বাবুরা—খিচুড়ি খেলে কেমন ?"

বক্‌সী। এঁ্যা, ওরে কেষ্টা, ধর—আমি মূর্চ্ছা যাব। (মূর্চ্ছা)

মল্লিক। এঁ্যা—এঁ্যা—সব মাটী—সব মাটী, (হঠাৎ লাফাইয়া নারাণকে ধরিয়া) ওরে বেটা নারাণে, খিচুড়ি এখন খা বেটা—(কার্ত্তিককে ধরিয়া) ওরে বেটা কার্ত্তিক, আমায় খুন্‌ ক'র্‌তে চেয়েছিলি না ? খুন্‌ কর—এখনই খুন্‌ কর বেটা ! (একবার নারাণকে ও একবার কার্ত্তিককে প্রহার করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায়) খিচুড়ি খা বেটা—খুন্‌ কর বেটা, খিচুড়ি খা বেটা, খুন কর বেটা !

সাক্ষিগণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—কর কি, কর কি?—মল্লিক পাগল হ'লো নাকি?
—পাগল হ'লো নাকি?

কৃষ্ণ। ওগো তোমরা এদিকে দেখ, মামার যে আমার এখনো মূর্চ্ছা ভাঙ্গচে না—

বক্সী। (পড়িয়া) ওরে মূর্চ্ছা ভাঙ্গবে কিরে বেটা, আমি যে কত আশা ক'রেছিলুম! (হঠাৎ উঠিয়া কৃষ্ণধনকে জড়াইয়া) বাবা কৃষ্ণধন, আমি যে বড় আশা ক'রেছিলুম বাবা, তোর মামী বালা না পেলে সাত দিন প'ড়ে ঘুমোবে যে বাবা! ভূতী মাক্‌ড়ির জন্যে আমার গায়ের মাংস আঁচ্‌ড়ে নেবে।

কৃষ্ণ। আর কেঁদো না মামা, আর কেঁদো না; তুমি বেঁচে থাক্‌লে মামী আমার কত বালা পর্‌বে—ভূতী সারবন্দী মাক্‌ড়ি পর্‌বে। আহা মা'র খেয়ে মামার আমার অঙ্গ ফুলে উঠেছে!

(দীপি ও তৎপশ্চাৎ সাক্ষিগণের পুনঃ প্রবেশ)

দীপি। ও পোড়ারমুখো বক্‌সি, ও পোড়ারমুখো মল্লিক, ওরে আমার তাগা খুলে নেয় যে রে, আর আমি যে ছুটে পালাতে পার্‌লুম না রে!

১ম সাক্ষী। খুলে নাও—খুলে নাও, আমি এক হাত ধ'রেছি, খুলে নাও—

দীপি। ওরে, কুলতলার ঘাটে যা রে—তোদের মাগেরা হবিষ্যি চড়াগ্‌রে—ওরে আমি যে বড় সখ ক'রে তাগা প'রেছি রে—ওরে তোদের ওলাবিবি পেটে সেঁদুগ্‌রে—

১ম সাক্ষী। চল্ চল্ খাবারের দোকানে চল—

২য় সাক্ষী। খাবার এখন থাক্—আগে থোঁয়ারি ভাঙ্গিগে আয়—

[তাগা লইয়া সাক্ষিগণের প্রস্থান।

বক্সী। দীপু! সর্ব্বনাশ হ'লো—

দীপি। ওরে বাপ্ রে—আমার তাগা গেল রে—

বক্‌সী। মল্লিক—

মল্লিক। হায় হায়!

কৃষ্ণ। চলো মামা—চলো মল্লিক ম'শায়, আবার বেটারা ফির্‌তে পারে—

বক্‌সী। বাবা কৃষ্ণধন, আমার ঠ্যাং ধ'রে টেনে নিয়ে যাও, আমি আর নড়্‌তে পারি না।

কৃষ্ণ। মামা, আস্তে আস্তে নড়—

মল্লিক। হায় হায়!—

দীপি। ওরে বাপ্‌রে—তাগা গেলরে—

[সকলের প্রস্থান।

দ্বাদশ দৃশ্য।

—∞⊙✻⊙∞—

খিড়কীর অপর অংশ।

মোহিনী ও মোক্ষদা।

মোহিনী। ভিটে বেচাবো—ভিটে বেচাবো—

মোক্ষদা। জেল খাটাবো—জেল খাটাবো—

মোহিনী। বেরাল কোলে ক'রে জেলে পচো—

মোক্ষদা। রাস্তায় ব'সে গোরুর জাব কেটো!

মোহিনী। তবে লো চোখ্‌খাগী—তবে লো ভালখাগী—

মোক্ষদা। তবে লো ভাইখাগী—তবে লো আটগতরখাগী—

(উমেশ ও সতীশের প্রবেশ)

সতীশ। ছোট বউ, বড় বউয়ের পায়ে ধর, নইলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও!

উমেশ। বড় বউ, ছোট বউমার হাত ধ'রে ঘরে নিয়ে এসো, নইলে আস্তে আস্তে বাপের বাড়ী চ'লে যাও।

উভয়ে। এঁ্যা—এঁ্যা—

উমেশ। আর এঁ্যা—এঁ্যা—নয়, ভাই পর ক'রেছিলে, সেই ভাইকে পেয়েছি—

সতীশ। এখনি গিয়ে পায়ে ধরো, আমার বাপের তুল্য ভাই, তাকে তোমার জন্য কটু ব'লেছি, দাঁড়িয়ে থেকো না; স্বামী চাও, যাও—

উমেশ। যাও, হাত ধ'রে নিয়ে এসো—

মোহিনী। ওমা—ওমা—এত অপমান—আমি ভাতার ঘর ক'র্‌তে চাইনি, আমায় বাপের বাড়ী রেখে এসো, এই আমার আটগতর খেলে, আবার আমি ওর হাত ধ'র্‌বো!

উমেশ। তবে যাও বাপের বাড়ী! ছোট বউমা, ভাত চড়াও, আজ থেকে আমরা দু'ভাই আর পৃথক্ নই।

মোহিনী। আমি কি পৃথক্ হ'তে ব'ল্‌ছি, আমি কি পৃথক হ'তে ব'ল্‌ছি।

উমেশ। যা বল্‌বার ব'লেছ, মিলেমিশে ঘরকন্না ক'র্‌তে পারো থাকো, নইলে ছোট বাবু ছোট বউমার নামে যদি এক কথা শুনি, সেই দিন আমি তোমায় কুকথা ব'লে ত্যাগ ক'রবো।

মোহিনী। আয় ছোট বউ, আয় ছোট বউ,—এই দীপি পোড়ারমুখী সর্ব্বনাশ ক'রেছে—এই দীপি পোড়ারমুখী সর্ব্বনাশ ক'রেছে!—

মোক্ষদা। দিদি, ছোট বোন্ ব'লে মাপ করো—

মোহিনী। মাপ কি দিদি—মাপ কি দিদি, আমি দু'কথা ব'লেছি, তুই দু'কথা বলেছিস্। ওদের মিটে গেলো বাঁচ্‌লুম্, রেতে ঘুম হ'তো না, পাড়ার লোক গাল কাং ক'রে হাস্‌তো। আয় রাঁধিগে।

উমেশ। যাও, ছোটবাবুর রান্নাঘরে রাঁধোগে।—আজ থেকে ওই আমাদের রান্না ঘর।

(পাগলের বেশে দীপির প্রবেশ)

দীপি। তোদের সর্ব্বনাশ হোক্, সর্ব্বনাশ হোক্, জেলায় তাগা কেড়ে নিয়েছে, বাড়ী এসে দেখি পোঁতা টাকা নেই, সর্ব্বস্ব চোরে নিয়েছে—ওরে বাপ্‌রে বুক গেল রে!—সর্ব্বনাশ হোক্, সর্ব্বনাশ হোক, গাঁ... আগুন জ্বলুক, তোদের মাগ রাঁড় হোক্, ওরে বাপ্‌রে—বুক গেল রে—

[প্রস্থান।

মোহিনী। ছোট বউ, তুই সাবধান ক'রেছিলি—শুনি নি, দীপিকে বাড়ী আস্‌তে দিয়েছিলুম। ভিটের দাঁড়িয়ে শাপ দিয়ে গেল।

মোক্ষদা। দিক্‌গে দিদি, ওদের কথায় কি হয়, এসো—

[উভয়ের প্রস্থান।

উমেশ। ভায়া, আমাদের লাঞ্ছনা হ'য়েছে বটে, কিন্তু এই তুচ্ছ আমড়াগাছের ঝগ্‌ড়া দেখে যদি দেশের লোকের আক্কেল হয় যে, তুচ্ছ কথায় ভাই-ভাইয়ে পর হ'তে নাই, সে সমাজের পরম মঙ্গল।

সতীশ। তুচ্ছ কথাই হোক্ আর বড় কথাই হোক্, মাম্‌লায় যেন কেউ না ঘেঁসেন; যাঁর প্যাজপয়জারের সখ্, তিনিই যেন মাম্‌লা ক'র্‌তে এগোন! যিনি স্ত্রী-পুত্রকে পথে ব'সাতে না চান, যিনি মানসম্ভ্রম পেয়দা-চাপরাসির পায়ে না দিতে চান, যাঁর ঘটে বুদ্ধি আছে, যাঁর প্রতি কমলা বিরূপা নন, তিনি আমাদের দেখে বুঝুন;—যে মাম্‌লা ক'র্‌তে যাওয়ার চেয়ে ক্ষতি স্বীকার ক'রে মেটান ভাল, মাম্‌লা করা "ঝকমারী!"

পট পরিবর্ত্তন।

উজ্জ্বল দৃশ্য।

(সমবেত গীত)

মাম্‌লা করা ঝক্‌মারী !

সেলাম ঠুকো, তফাৎ থেকো,

দেখ্‌তে পেলে কাছারী ॥

মাম্‌লায় যে মাতে, ঘুঘু ডাকে তার ছাতে,

ভিটেতে সর্ষে ব'নে খোলা নে হাতে ;

সাক্ষী আম্‌লা, মোক্তার সাম্‌লা—

তেলা হাত চাই সবারি ॥

কাছারীর মাটী হাঁ করে, চ'ল্‌তে গেলে কাম্‌ড়ে পা ধরে,

চালচুলো সব পোরে উদরে ;

লাগ্‌লে পরে ছাড়ে নাকো, আইনের ভেল্কী ভারি ॥

হার্‌লে তো হাড়ীর বেহাল,

জিত হ'লে সমান নাকাল,

ধুয়ে খাও ডিক্রী নিয়ে, মাম্‌লাকে বলিহারি ॥

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

গৃহলক্ষ্মী। এই সামাজিক নাটকখানি বঙ্গনাট্য-সাহিত্যে নাট্যসম্রাটের শেষ দান। যদিও গ্রন্থকার ইহার অভিনয় দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি বিচিত্র চরিত্রসৃষ্টি ও নাট্য-সৌন্দর্য্যে "গৃহলক্ষ্মী" অতি অল্পদিনের মধ্যেই সাহিত্য-ভাণ্ডারে একটী অত্যুজ্জ্বল রত্নরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ফুরাইয়া আসিল। মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রতিধ্বনি। গিরিশচন্দ্রের যাবতীয় কবিতা সংগ্রহ। সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার-লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বিলাতী বাঁধাই, মূল্য ৸৹ বার আনা।

তপোবল। বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভসম্বন্ধীয় পৌরাণিক নাটক। সাধনার জয়! একনিষ্ঠার জয়!! অধ্যবসায়ের জয়!!! লক্ষ লক্ষ নর-নারীর চিত্ত মুগ্ধ করিয়া, মিনার্ভা থিয়েটারে মহা-সমারোহে এই মহা-নাটকের সতেজে অভিনয় চলিতেছে। মূল্য ১৲ এক টাকা।

অশোক। শুধু ভারতবর্ষে নহে, এসিয়ায় নহে, সমগ্র পৃথিবীতে অশোকের ন্যায় প্রতাপশালী, অশোকের ন্যায় প্রতিভাবান্, ধর্ম্মবীর, রাজনীতিজ্ঞ, ধর্ম্মপ্রাণ, সমদর্শী সম্রাট্ জন্মগ্রহণ করেন নাই। সেই পুণ্য-শ্লোক অশোক-চরিত্র নাট্যাচার্য্যের সূক্ষ্ম তুলিকায় কিরূপ নাট্যে পরিস্ফুটিত হইয়াছে, তাহা একবার পরীক্ষা করুন। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

শঙ্করাচার্য্য। অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের লীলা-বলম্বনে এই দেব নাটক বিরচিত। শঙ্করাচার্য্য নাট্যজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। ইহার যশঃ-গানে আজ সমস্ত বঙ্গদেশ মুখরিত। পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন,—প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ সূর্য্য দেখায় না। মূল্য ১৲ এক টাকা।

বর্ত্তিত মেঘনাদবধ, সীতারাম, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, দুর্গেশনন্দিনী ও মাধবী-ক ..ণের সমুদয় গীত ; ঘোর-বিকার, বহুৎ আচ্ছা, হামির, সধবার একাদশী ও শর্ম্মিষ্ঠা নাটকাদিতে গিরিশবাবু কর্তৃক নূতন সংযোজিত সঙ্গীত এবং তাঁহার এ পর্য্যন্ত উমাসঙ্গীত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ-গীতি, যাত্রা, পাঁচালী, হাফ আকড়াই প্রভৃতি নানাবিষয়ক বহুসংখ্যক গীত সংগৃহীত হইয়া সুর-তাল-সংযোগে সুশৃঙ্খলাসহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত পুস্তকের শেষভাগে গিরিশ..বুর জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। নাট্যাচার্য্যের অদ্ভুত জীবনী সাধারণ্যে এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এতৎপাঠে গিরিশবাবুর জীবন-বৃত্তান্ত অবগতির সহিত বঙ্গনাট্যশালার উৎপত্তি ও তাহার বিস্তৃতি সুন্দররূপে জ্ঞাত হইবেন। ন্যাশন্যাল, গ্রেট ন্যাশন্যাল, ষ্টার, এমারেল্ড ও মিনার্ভা প্রভৃতি থিয়েটার কিরূপে হইল, সে রহস্য ইহাতে অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে গিরিশবাবুর এ পর্য্যন্ত রচিত নূতন নাটকের সঙ্গীত ও বহু পুরাতন দুষ্প্রাপ্য গীত সংযোজিত এবং নাট্য-সম্রাটের জীবনী ও বঙ্গনাট্যশালার ইতিহাস বিস্তর বর্দ্ধিত হইয়া অতি উপাদেয় হইয়াছে। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, প্র ছয়শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

কবি কৃপারাম শর্ম্মা-কর্ত্তৃক

সত্যনারায়ণের কথা। মধুর ও সরল ভাষায় পাঁচালীছন্দে রচিত। প্রায় একশত বৎসরের হস্তলিখিত পুঁথি হইতে মুদ্রিত হইল। মূল্য ৴০ এক আনা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।